স্বাধীনতার প্রতি

শাহাদাত হোসেন

স্বাধীনতা তুমি ,
ক্রনিক স্বাশকষ্টে ভোগা ফুসফুসে-
প্রশান্তিপ্রদায়ী সুস্থ্য অম্লজান;
মূমূর্ষু রোগীর ভেতরে-
তারুণ্যের প্রবাহ জাগানিয়া সঞ্জীবনী সুধা।
স্বাধীনতা তুমি-
অবশ অংগপ্রতংগধারীকে ম্যারাথনদৌড়ে
নামিয়ে দে'য়ার আবেগ;
বিষন্ন মস্তিষ্কে পুলক উদ্রেককারী মহৌষধ;
থেমে যাওয়া হৃদপিন্ডে হঠাৎ
অলৌকিক স্পন্দন জাগানিয়া পরম সত্তা॥

স্বাধীনতা তুমি -
বন্দীশিবিরবাসীর হৃদয়ে
মুক্তির পুলকিত বারতা;
অতল সমুদ্রে দিগ্বিদিক হারা অসহায়ের
হঠাৎ খুজে পাওয়া কুলের দিশা॥

তুমি এলে বলেইতো-
জীর্ন বৃদ্ধের ছানিপড়া চোঁখে
ঝলসে উঠলো মধ্যান্যের উজ্জল আলো।
ভাইহারা বোনের বিষাদের অশ্রু মুছে দিলো
প্রখর হাঁসির আলোকবিভা।
ছেলেহারা মায়ের শোকাভিভূত হৃদয়ে
নেমে এলো শোকহরা গভীর প্রশান্তি।
পুত্রহারা পিতার অনলজ্বালা -আত্মায় প্রবাহিলো
শান্তির শীতলজলের ঝরনাধারা॥

তুমি এলে বলেইতো-
শ্লথমেরুদন্ড- উৎপাদী বাংলার
দিক-বিদিকে প্রসবিত হ'তে থাকলো -
উদ্দত মেরুদণ্ডধারী বিল্পবী প্রতিভা।
তুমি এলে তাই -
বাংলার বন্ধা জমিতে ফ'লতে থাকলো
রাশি রাশি সোনালী ফসল;
শুস্ক নদীতে বয়ে চললো -

খাটি জলের অবাধ ধারা।
কৃষকের নিস্তেজ বাহুতে ফিরে এলো
দীর্ঘকসরিত পাথরের ন্যায় পেশী।
পাখপাখালিরা গাইতে লাগলো
মুক্তিস্বাদের অবারিত গান;
মুক্তবায়ুব'ইয়ে দি'তে থাকলো
বিচিত্র ফুল আর ঘাসের গন্ধ-
বাংলার আকাশে বাতাশে॥

তুমি আছো, তাই আজ-
আমি সুস্থ্যভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারি;
আমার উল্লশিত মস্তিষ্ক -
অবকাশ পায় কবিতা সৃষ্টির ।
না যদি আসতে তুমি, তবে -
অগ্রজদের মতো আমিও হতাম,
পাঞ্জাবিদের একবিংশ শতাব্দীর স্তোত্রকারী দাস;
কিংবা ভাগ্য প্রসন্ন হলে, বনতাম
ডিগ্রীধারী চা বানানীয়া চাকর।

তুমি এলে, তাই সহজ হয়ে গেলো,
বাসের হ্যান্ডেলঝুলাভ্যস্তআরোহীর পক্ষে
দম্ভে পাজেরু হাঁকানো;
নিম্নমানের করণিকের
অবলীলায় দখল করা -
পূর্ণ সচিবের পাদুকা ।
তুমি এলে, তাই
পাট চালানকারী হয়ে গেলো আদমজীর সত্বাধীকারী
ফুটপাতে আমড়াব্যবসায়ী, একলাফে
বনে গেলো ভয়ংকর ব্যাঙ্ক ডিফলডার।
তুমি আছো বলেইতো -
বাংলা এখন বছরে বছরে প্রসব করে
শত সহস্রজেনারেল, অজস্রসচিব
আর লক্ষাধিক বিচারপতি॥

স্বাধীনতা তুমি, বা-ালির সর্বোচ্চ কামনা
জন্মান্ধ একজোড়া চোখের বদলে চায় তোমাকে;
হাভাতে ভিখারি সুস্বাদুখাবার উপেক্ষা করে-
কামনা করে কেবল তোমাকেই।
দুরারোগ্যব্যাধিগ্রস্ত সেরে উঠার বদলে,
মৃত্যুর কয়েক মূহুর্ত আগে -

পেতে চায় তোমাকেই।

তুমি আছো, তাই-
স্বাভাবিকভাবে নিঃস্বাশ নিতে পারি, আজ;
না যদি থাকতে তুমি, নিরন্তর ভুগতাম-
বেঁচে থেকেও মৃত্যুর কষ্টে।
চব্বিশ ঘন্টা করতাম বাস -
ভয়ের জলবায়ুতে॥

তুমি আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া আর পাওয়া
তোমাবিহীন একদন্ড বেঁচে থাকবো, ভাবা-
দুঃস্বপ্নের থেকেও ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন॥